Cosmo School

Class: চতুর্থ | *Prepared by:* আফরোজা তাসনিম (নিপা)
Subject: বাংলা ১ম | *Topic:* আবোল-তাবোল

উত্তরপত্র ১- (২. ১১.২০)

ক). নিচের প্রশ্নগুলোর একবাক্যে উত্তর লিখ।

১. আবোল-তাবোল কবিতায় কী থামানো যায় না?
উত্তরঃ আবোল-তাবোল কবিতায় কথা থামানো যায় না ।

২. আজকে কোথায় তবলা বাজছে?
উত্তরঃ আজকে মনের মাঝে তবলা বাজছে ।

৩. তবলা কেমন করে বাজছে?

উত্তরঃ তবলা ধপাধপ করে বাজছে ।

৪. কথার প্যাঁচ কীভাবে কাটে?
উত্তরঃ কথার প্যাঁচ কথায় কাটে ।

৫. গানের পালা কী হলো?
উত্তরঃ গানের পালা শেষ হলো ।

৬. সুকুমার রায়ের জন্ম তারিখ কত?
উত্তরঃ সুকুমার রায়ের জন্ম তারিখ হলো ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ।

৭. সুকুমার রায় কী লিখে বিখ্যাত হয়েছেন?
উত্তরঃ সুকুমার রায় ছোটদের জন্য হাসির গল্প ও কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছেন ।

৮. সুকুমার রায়ের কয়েকটি অমর সৃষ্টির নাম লিখ ।
উত্তরঃ সুকুমার রায়ের কয়েকটি অমর সৃষ্টি হলো- আবোল-তাবোল, হ-য-ব-র-ল, পাগলা দাশু, বহুরূপী, খাইখাই, অবাক জলপান ।

৯. সুকুমার রায়ের বাবার নাম কী?
উত্তরঃ সুকুমার রায়ের বাবার নাম হলো উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ।

১০. সুকুমার রায়ের পুত্র কী জন্য বিশ্ববিখ্যাত?
উত্তরঃ সুকুমার রায়ের পুত্র চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য বিশ্ববিখ্যাত ।

১১. সুকুমার রায় কতসালে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তরঃ সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন ১০সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে ।

খ) শব্দার্থ লিখ:

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
প্যাঁচ	**মোচড়**
ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ	**এক কোপে কিছু কেটে ফেলার আওয়াজ**
ঠেকায়	**বাধা দেয়**
তবলা	**এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র**
ঘুম	**নিদ্রা**
ঘনিয়ে এলো	**আসন্ন**
মনের মাঝে	**মনের ভিতর**
সাঙ্গ	**শেষ**
রাম খটাখট	**খুব জোরে জোরে খটাখট শব্দ**

গ) নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখে সঠিক বাক্যটি লিখ।

১. কথা ছুটলেই থামানো যায় না। ---সত্য
২. মনের মাঝে ধাঁই ধপাধপ আওয়াজ ঢোল বাজে।----মিথ্যা (তবলা)
৩. কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।-----সত্য
৪. ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর নাচের পালা সাঙ্গ মোর।------মিথ্যা (গানের পালা)

ঘ) কবির নামসহ 'আবোল তাবোল' কবিতাটি লিখ।

উত্তর: শিক্ষার্থীরা নিজেরা লিখবেন।

ঙ) ' আবোল তাবোল' কবিতাটির সারমর্ম পাঁচটি বাক্যে লিখ।

উত্তর: আবোল তাবোর কথা বলার মানে, মনের খেয়ালে কথা বলতে থাকা। আমরা কথা বলি যাতে অন্যে সে কথা শোনে এবং শুনে কিছু একটা করে। কিন্তু আবোল তাবোল কথা হলো এমন কথা যে কথার কোন অর্থ নেই, যে কথা দিয়ে কিছু বোঝাতে চাইছি না।

এই কবিতায় একটা লোক মনের আনন্দে কেবলই বকবক করে কথা বলে চলেছে, ইচ্ছে হলে গানও গাইছে। যতক্ষণ না দুচোখে ঘুম নামল ততক্ষণ সে এমনটাই করে গেল।